বঙ্গ রঙ্গ ব্যঙ্গ

কার্টুন : মোরশেদ মিঠু

সুযোগে বাঙালি

● ইকবাল খন্দকার

'হুজুগে বাঙালি' কথাটা বহু আগেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই আজ হুজুগে বাঙালি নিয়ে বাতচিত না করে বরং সুযোগে বাঙালি নিয়ে বাতচিত করা যাক। জীবনে কোনোদিন সুযোগ খোঁজেনি কিংবা সুযোগ পেলে সেটির সদ্ব্যবহার করেনি, এমন বাঙালি হারিকেন জ্বালিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার এক রুমমেটের কেচ্ছা দিয়েই শুরু করা যাক। ঢাকা ভার্সিটির হলে থাকি তখন। হলের কড়া নিয়ম ছিল– কেউ রুমে হিটার জ্বালাতে পারবে না। সবাই ঠিকমতো নিয়মটা মানছে কিনা, এটা জানার জন্য আমাদের এক স্যার যখন-তখন হলজুড়ে চক্কর দিতেন। এই স্যারের ভয়ে আমার রুমমেট হিটার জ্বালাতে পারত না। অথচ সে সবসময় ধান্ধায় থাকত রুমে এটা-সেটা রান্না করে খাওয়ার জন্য। স্যারের ভয়ে সে হিটার তো জ্বালাতই না, বেশিরভাগ সময়ই সে হিটারটা ট্রাঙ্কের ভেতর লুকিয়ে রাখত। একদিন রুমে এসে দেখি সে হিটার জ্বালিয়ে ভাত রান্না করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম– কীরে, হিটার জ্বেলেছিস কোন সাহসে? স্যার তো যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। রুমমেট বলল– এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি নোটিশবোর্ড দেখেই হিটার জ্বালিয়েছি। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, নোটিশবোর্ডে নিশ্চয়ই নোটিশ দেওয়া হয়েছে– এখন থেকে হলে হিটার জ্বালানো যাবে। কিন্তু না, একটু পর যখন নোটিশবোর্ড দেখতে গেলাম, দেখি একটা শোক সংবাদ ঝোলানো। যে স্যার রুমে রুমে ঘুরে দেখতেন কেউ হিটার জ্বালায় কিনা, সেই স্যারের দাদা মারা গেছে। দাদা মারা গেলে স্যার ছুটিতে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। আমার রুমমেট এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে। আসলে যারা সুযোগে বাঙালি, তারা এভাবেই তক্কেতক্কে থাকে। কারো দাদা মারা গেল নাকি দুনিয়া কেয়ামত হয়ে গেল– এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না। মাথাব্যথা একটাই, সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে।

আমার বাসার দারোয়ান পারলে প্রতিদিন ছুটি নেয়। কিন্তু বিল্ডিংয়ের যিনি সভাপতি, তার জন্য পারে না। তিনি আবার একটু বেশিই কড়া। ছুটিছাটার ঘোর বিরোধী। দারোয়ান ছুটি চাইলেই তার চাকরি নট করে দেয়ার হুমকি দেন। একদিন গ্রাম থেকে ফিরে দেখি গেটে দারোয়ান নেই। একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম দারোয়ান ছুটিতে আছে। আমি তো অবাক। ছুটিটা তাকে দিল কে? আমি তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নটার উত্তর না পেলেও তিন দিন পর যখন দারোয়ান ডিউটিতে ফিরল, তখন মোটামুটি পেয়ে গেলাম। সে জানাল– এলাকার কিছু ছেলেপুলে নাকি সভাপতি সাহেবের কাছে চাঁদার জন্য এসেছিল। তিনি চাঁদা দিতে রাজি না হলে নাকি তারা হুমকি দিয়ে গেছে তাকে বাইরে কোথাও পেলে খবর করে ছাড়বে। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন কমপক্ষে এক সপ্তাহ রুমের বাইরে বের হবেন না। আর রুমের বাইরে বের না হলে যেহেতু দেখতে পাবেন না গেটে দারোয়ান আছে নাকি নেই, দারোয়ান এই সুযোগটাই লুফে নিয়েছে।

ঢাকা শহরের বাসিন্দা মাত্রই জেনে থাকবেন বুয়া নামক যে ক্যারেক্টারটা আছে, তারা কী পরিমাণ সুযোগসন্ধানী। তাই শেষ কেচ্ছাটা তাদের সম্পর্কেই বলা যাক। ঈদের আগের সপ্তাহের ঘটনা। টানা তিন দিন বুয়া এলো না। জিজ্ঞেস করলাম কেন আসোনি। বুয়া বলল– আমি তো আসছিলাম। আইসা দেখি বিদ্যুৎ নাই। কলিংবেল চাপলাম। বিদ্যুৎ নাই বইলা বেইল বাজল না। চইলা গেলাম। আমরা বললাম–তুমি দরজায় থাপ্পড় দিলেই পারতা! বুয়া বলল– দরজায় থাপ্পড় দিলে তো দরজার রং নষ্ট হইয়া যাইত! আবার দরজার তক্তাও তো খুইলা যাইতে পারত, নাকি! ■

যত দোষ নন্দ ঘোষ

যেখানে সব হিসাব অচল

● আপনি জানেন ফুট মানেই হচ্ছে বারো ইঞ্চি। কিন্তু আপনার এই গাণিতিক হিসাব অচল হয়ে যায় একটা জায়গায়। যখন কারো খুব সুন্দর একটা বাচ্চা হয় তখন কী বলা হয়? বলা হয় ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। এই যে 'ফুটফুটে' শব্দের ফুট এবং ফুটে, এই ফুট বা ফুটে দিয়ে কি আপনি এক ফুট তথা বারো ইঞ্চি বোঝেন? বোঝেন না।

● ফুটের পর এবার চলুন গজ-এ। আপনি জানেন গজ মানেই হচ্ছে তিন ফুট। কিন্তু আপনার এই গাণিতিক হিসাব অচল হয়ে যায় একটা জায়গায়। যখন কেউ প্রচণ্ড রেগে যায় তখন কী বলা হয়? বলা হয় লোকটা রাগে গড়গড় করছে। আবার এটাও বলা হয় লোকটা রাগে গজগজ করছে। আবার ছড়া কবিতায় 'গজমতি'র হারের কথাও শোনা যায়। এই গজগজ কিংবা গজমতির গজ-এর সঙ্গে তিন ফুটের কোনো সম্পর্ক নেই।